30-10-2023 প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চার - এখন তোমরা অনেক বড় স্টিমারে বসে আছো, তোমাদের নোঙ্গর উঠে গেছে, তাই তোমরা লবণাক্ত চ্যানেল পার হয়ে ক্ষীর সাগরে যাচ্ছো"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চাদের কোন্ বিষয়ে বিশেষ ক্লান্তি আসে? এই ক্লান্তি আসার মুখ্য কারণ কি?

*উত্তরঃ - বাচ্চারা চলতে চলতে স্মরণের যাত্রায় ক্লান্ত হয়ে যায়, এই ক্লান্তি আসার মুখ্য কারণ হলো সঙ্গদোষ l এমন সঙ্গে চলে যায় যে, বাবার হাত ছেড়ে দেয় l বলা হয় যে, সুসঙ্গ উন্নতির দিকে নিয়ে যায়, কুসঙ্গ পতনের দিকে নিয়ে যায় l সঙ্গদোষে এসে স্টীমার থেকে পা যদি নিচে নামাও তাহলে মায়া কাঁচা খেয়ে নেবে, তাই বাবা বাচ্চাদের সাবধান করেন - বাচ্চারা, সমর্থ বাচ্চাদের হাত কখনোই ছেড়ো না l

*গীতঃ- মাতা ও মাতা, তুমিই ভাগ্যবিধাতা.....

ওম্ শান্তি l আত্মাদের বাবা আত্মা রূপী বাচ্চাদের বলেন - বাচ্চারা, ওম্ শান্তি l একেও মহামন্ত্র বলা হয় l আত্মা নিজের স্বধর্মের মন্ত্র জপ করে l আমি আত্মার স্বধর্ম হলো শান্ত l শান্তির জন্য আমার জঙ্গল ইত্যাদিতে যাওয়ার দরকার নেই l আমি আত্মা শান্ত স্বরূপ, এ হলো আমার অরগ্যান্স l আওয়াজ করা বা না করা, এ তো আমার হাতে, কিন্তু এই জ্ঞান না থাকার কারণে দুয়ারে দুয়ারে বিভ্রান্ত হয় l এর উপরে একটি কাহিনীও আছে - এক রাণীর হার গলাতেই ছিলো কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিলো, তার মনে হয়েছিলো যে, আমার হার হারিয়ে গেছে, তাই সে বাইরে খুঁজছিল l তারপর কেউ বলেছিল, হার তো গলাতেই আছে l এই দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় l মানুষ তো দোরে দোরে বিভ্রান্ত হয় l সন্ন্যাসীরাও বলে যে, মনের শান্তি কিভাবে হবে, কিন্তু আত্মার মধ্যেই তো মন - বুদ্ধি আছে l আত্মা এই শরীরে এলে টকি হয়ে যায় l বাবা বলেন, তোমরা আত্মারা নিজেদের স্বধর্মে থাকো l এই দেহের সব ধর্ম ভুলে যাও l বার বার বোঝানো সত্ত্বেও কেউ কেউ বলে - আমাকে শান্তিতে বসাও, মেডিটেশন করাও l এ বলাও ভুল l এক আত্মা অন্য আত্মাকে বলে যে, আমাকে শান্তিতে বসাও l আরে, তোমাদের স্বধর্ম কি শান্ত নয়? তোমরা নিজেরাই কি বসতে পারো না? চলতে ফিরতে তোমরা কেন স্বধর্মে স্থির হও না? যতক্ষণ না পথ বলে দেবার জন্য বাবাকে না পাওয়া যায়, ততক্ষণ স্বধর্মে কেউ টিকতে পারে না l ওরা তো বলেই দেয় যে, আত্মাই পরমাত্মা, তাই তারা স্বধর্মে টিকতে পারে না l এই অশান্ত দেশে এ হলো তোমাদের অন্তিম জন্ম l এখন তোমাদের শান্তির দেশে যেতে হবে, তারপর সুখধামে l এখানে তো ঘরে ঘরে অশান্তি l সত্যযুগে ঘরে ঘরে রোশনাই l তাই এখানে হলো অন্ধকার, এখানে প্রতি কথায় ঠোকর খেতে হয় l ঘরে ঘরে অন্ধকার, তাই সবাই দীপ জ্বালায় l যখন রাবণকে জ্বালিয়ে দেয় তখন মানুষ দীপমালা পালন করে l ওখানে তো রাবণ থাকে না l তাই সর্বদাই দীপমালা l এখানে রাবণ রাজের কারণে ১২ মাসের পরে দীপমালা পালন করা হয় l রাবণের মৃত্যু হলে লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্যাভিষেক হয় l তাদের জন্য খুশী উদযাপন হয় l সত্যযুগে লক্ষ্মী - নারায়ণ যখন সিংহাসনে আসীন হয় তখন রাজ্যাভিষেকের উৎসব পালন করা হয় l তোমরা জানো যে এখন রাবণ রাজ্য সম্পূর্ণ হবে l ভারত আবারও রাজ্য - ভাগ্য পাবে l এখন কোনো রাজ্য নেই l বাবার থেকেই রাজ্য পেতে হবে l অসীম জগতের বাবা অসীমিত রাজধানীর উত্তরাধিকার দেন l বাবা বলেন আমি তোমাদের সদা সুখের বর্সা দিই, বাকি আর সবাই তোমাদের দুঃখ দেয় l যদি কেউ সুখও দেয়, তা হল অল্পকালের ক্ষণভঙ্গুর l সেই সুখ হলো কাক বিষ্ঠার সমান l আমি তোমাদের এতো সুখ দিই যে তোমাদের কখনোই আর দুঃখ হবে না তাই এই দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধধারীদের ভুলে যাও l এই দেহ আর দেহ সম্বন্ধী তোমাদের দুঃখ দেয়, এদের ছেড়ে আমি এক বাবাকে স্মরণ করো l এই স্মরণ করতে হয় - ভোরবেলা অর্থাৎ অমৃতবেলা l ভক্তিমার্গেও মানুষ ভোরবেলা শয্যাত্যাগ করে l কেউ কেউ কারোর মতে কি করে, কেউ আবার অন্য কারোর মতে l বাবা বোঝান যে ভোরবেলা উঠে যতটা সম্ভব নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো l এটাই হলো বাবার নির্দেশ l

ভক্ত ভগবানকে স্মরণ করে, আবার বলে দেয় সবাই ভগবান l এখনো তারা বুঝতে পারে না l একদিন সবাই তোমাদের মিত্র হবে l তারা বলবে, এ কথা তো ঠিক l ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলার অর্থ নিজের আর তার সঙ্গে ভারতের তরী ডুবিয়ে দেওয়া l দ্বিতীয় কথা হলো, ভারতকে স্বরাজ্যের মাখন দেন বাবা, তার পরিবর্তে বাবার সন্তান শ্রীকৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে, যে শ্রীকৃষ্ণকে মাখন হাতে দেখানো হয় l তাই মানুষ মনে করে ভারতকে মাখন দেন শ্রীকৃষ্ণ l বাবার পরিবর্তে বাচ্চার নাম দিয়ে অনর্থ করে দিয়েছে l এখন সম্পূর্ণ দুনিয়ার ভগবান তো আর কৃষ্ণ হতে পারে না l মানুষ রাবণের মতে চলে নিজেদেরই নিজে অভিশপ্ত করেছে l বাবা হলেন কান্ডারী আর তোমরা সবাই হলে তরী l গাওয়া হয় না - আমার তরী

পার করো l এখন তোমরা বড় স্টিমারে বসে আছ l চন্দ্রকান্ত বেদান্ততে স্টিমারের কথা আছে l তাও এখনকার বানানো l তোমরা স্টিমারে ওইপারে যাচ্ছো l তোমরা বিষয় সাগর থেকে অমৃত বা ক্ষীর সাগরে যাও l লন্ডনে যেমন নোনতা জলের চ্যানেল যে স্টিমার পার করে, তাকে পুরস্কার দেওয়া হয় l আর এ হলো নরক থেকে স্বর্গে যাওয়া l বিষয় সাগর হলো নুন জল l তোমরা বড় স্টিমারে বসে আছো l তোমরা এখন চলতে শুরু করেছো, তোমাদের নোঙ্গর উঠে গেছে l তোমরা এখন চলেছো, তোমাদের ওইপারে যেতে হবে l স্টিমার চলতে চলতে পোর্ট আসে l সেখানে কেউ নামে, কেউ আবার ওঠে l কেউ যদি খাওয়া - দাওয়ার পিছনে যায় তাহলে থেকে যাবে l এর উপরে একটি কাহিনী বানানো হয়েছে l কৃষ্ণের নাম বটুক মহারাজ দিয়ে দিয়েছে l সে হলো স্টিমারের ক্যাপ্টেন l এরপর স্টিমারে চলতে চলতে কেউ যদি নেমে যায় তো সেখানে মায়া অজগর বসে থাকে l মহারথীদেরও গিলে ফেলে l পড়া ছেড়ে দিলে মনে করা হবে নিশ্চয়বুদ্ধি নয় l তখন মাঝ সাগরে পড়ে যায় l

তোমরা দেখেছো যে - পাখি যখন মরে যায় তখন দল বেঁধে পিঁপড়ে এসে তা খেয়ে নেয় l তেমনই এই পাঁচ বিকার রূপী ভূত একদম কাঁচা চিবিয়ে গিলে ফেলে l এর উপরে বড় একটি কাহিনী লেখা হয়েছে l মনে করো কেউ স্টিমারে বসে আছে - সে নিজের গ্যারান্টিও দেয়, নিজের ফটোও পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু কারোর সঙ্গে যদি বিগড়ে যায় তো তখন পড়া ছেড়ে দেয়। তখন সেই চিত্র তাকে ফেরত দেওয়া হবে l এই সময় মায়া হলো তমোপ্রধান l ঈশ্বরের হাত ছাড়লেই অসুর হাত ধরে ফেলবে l এমন অনেকেই চলতে চলতে হাত ছেড়ে নেমে যায় l খবর আসে যে - এককে ক্রোধের ভূত, ওকে মায়ার ভূত ধরে ফেলেছে l প্রথমে তো নষ্টমোহ হতে হবে l একের প্রতিই মোহ রাখতে হবে l এতেই হলো পরিশ্রম l মোহের শিকল তোমাদের অনেক লেগে আছে l এখন এই এক এর সঙ্গে বুদ্ধিযোগ লাগাতে হবে l মানুষ যখন বসে ভক্তি করে তখন বুদ্ধি কখনো ব্যবসার দিকে কখনো ঘরের দিকে চলে যায় l এখানেও তোমাদের এমনই হবে l চলতে চলতে তোমাদের সন্তানের কথা স্মরণে এসে যাবে l স্বামীর কথা স্মরণে এসে যাবে l বাবা বলেন এই শিকল গুলির থেকে বুদ্ধিযোগ দূর করে সেই এক-কে স্মরণ করো l অন্তিম সময় যদি অন্য কারোর স্মৃতি আসে তাহলে অন্তিম কালে যে পতিকে স্মরণ করে.....। পরের দিকে শিববাবা ছাড়া যেন অন্য কেউ স্মরণে না আসে, এমন অভ্যাস তৈরী করতে হবে l ভোরবেলা উঠে বাবাকে স্মরণ করো l বাবা আমি তোমার কাছে এসেছি - অবশ্যই আমরা স্বর্গের মালিক হবো l বাবা এবং তাঁর অবিনাশী উত্তরাধিকারকে অর্থাৎ অল্ফ এবং বে-কে (আল্লাহ এবং বাদশাহী) স্মরণ করতে হবে l অল্ফ হলো বাদশাহ আর বে হলো বাদশাহী l আত্মা হলো বিন্দু l এখানে মানুষ টীকা লাগায়, কেউ আবার বিন্দি বা টিপ পড়ে, কেউ লম্বা তিলক কাটে, কেউ আবার ক্রাউনের মতো করে, কেউ ছোটো স্টার লাগিয়ে দেয়, কেউ আবার হীরে লাগায় l বাবা বলেন, তোমরা হলে আত্মা l তোমরা জানো, আত্মা স্টারের মতো l সেই আত্মার মধ্যে সমস্ত ড্রামার রেকর্ড ভরা আছে l বাবা এখন নির্দেশ দিচ্ছেন যে, নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করো আর সকলের থেকে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করো l এমন লক্ষ্য আর কেউই দিতে পারে না l বাবা বলেন, তোমাদের মাথায় জন্ম - জন্মান্তরের পাপের বোঝা আছে l স্মরণ ছাড়া তা ভস্ম হবে না l এভার হেলদী হওয়ার জন্য বাবাকে স্মরণ করতে হবে l বাবার কাছেই অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়া যায় l এভার হেলদী আর এভার ওয়েলদী হওয়ার জন্য l স্বাস্থ্য আর সম্পদ থাকলে আর কি প্রয়োজন l স্বাস্থ্য আছে, কিন্তু সম্পদ না থাকলে মজা নেই l আবার সম্পদ আছে কিন্তু স্বাস্থ্য না থাকলে মজা নেই l আত্মাকে প্রথমে বাবাকে স্মরণ করতে হবে তাহলেই বিকর্ম বিনাশ হবে আর ২১ জন্মের জন্য সুস্বাস্থ্য পাবে আর স্বদর্শন চক্রধারী হলে ২১ জন্মের জন্য সম্পদ পাবে l এ কত সহজ কথা l আমরা ৮৪ জন্ম এমন চক্র পরিক্রমা করেছি l এখন সবই শেষ হয়ে যাবে তাই কেন মন লাগাবো? তাতেই মন লাগাতে হবে যিনি আমাদের নতুন দুনিয়ার বাদশাহী দেবেন l বাবা আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন - বাচ্চারা, এখন এই শরীরকে ভুলে নিজেকে অশরীরী মনে করে আমাকে স্মরণ করো l এই শরীর তোমরা অভিনয় করার জন্য পেয়েছ l ভোরে উঠে এই স্মরণ করা উচিত l যে সাজন লবণাক্ত চ্যানেল থেকে পারে নিয়ে যান, তাঁকে স্মরণ করতে হবে, বাকি আর সকলেই বিষয় সাগরে ডুবে যাবে l বাবাই পার করেন, তাই তাঁকে কান্ডারী বা বাগানের মালী বলা হয় l তিনি তোমাদের কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত করে স্বর্গে পাঠিয়ে দেন l এরপর স্বর্গে তোমরা কখনোই দুঃখ দেখবে না, তাই তাঁকে বলা হয় দুঃখহর্তা, সুখকর্তা l হর হর মহাদেব বলা হয়, তাই না ! শিবকেই এ কথা বলা হবে l ইনি হলেন ব্রহ্মা - বিষ্ণু এবং শঙ্করের বাবা l সেই বাবাই ২১ জন্মের জন্য সুখের অবিনাশী উত্তরাধিকার দেন, তাই তাঁকে স্মরণ তো করতে হবে, তাই না, এতেই সাহসের প্রয়োজন l স্মরণ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেলেই এই পথ চলা বন্ধ করে দেয় l এমন সঙ্গে চলে যায় যে বাবাকে ছেড়ে দেয়, তাই বলা হয় সঙ্গ উদ্ধার করে আর কুসঙ্গ নাশ করে l বাইরে গেলে কুসঙ্গ হবে তখন নেশা উড়ে যাবে l কেউ আবার বলে ব্রহ্মাকুমারীদের কাছে জাদু আছে, লেগে যাবে l ওদের কাছে যেও না l পরীক্ষা তো আসবেই l এমন অনেক আছে - দশ বছর থেকেও আবার সঙ্গদোষে এসে যায় l নিচে পা নামালেই মায়া কাঁচা খেয়ে নেয় l এও নিশ্চিত করতে হবে যে, বাবার থেকে স্বর্গের অবিনাশী উত্তরাধিকার অবশ্যই পাওয়া যায় l তবুও মায়ার অনেক তুফান আসে কারণ এ তো

যুদ্ধের ময়দান l অর্ধেক কল্প মায়ার রাজ্য চলেছে l এখন এর উপরে বিজয় পেতে হবে l রাবণ দহন করে একদিনের খুশী পালন করে l এ সবই মেকি সুখ l প্রকৃত সুখ তো আছে সুখধামে l বাকি নরকের সুখ হলো কাক বিষ্ঠার সমান l স্বর্গে তো সুখই সুখ l তোমরা সুখধামের জন্য পুরুষার্থ করছো l বক্সিংয়ে কখনো মায়ার জিত কখনো আবার বাচ্চাদের জিত হয় l এই যুদ্ধ রাতদিন চলতে থাকে l ওস্তাদের হাত সম্পূর্ণ ভালো ভাবে ধরতে হবে l ওস্তাদ হলেন সর্বশক্তিমান এবং সমর্থ l তাঁর হাত ছেড়ে দিলে সর্বশক্তিমান তখন কি করবেন ? হাত ছেড়ে দিলেই গেলে তোমরা l স্টিমারের কথা শাস্ত্রেও আছে l এখন স্টিমার চলছে l বাকি আর অল্প দিন আছে l বৈকুন্ঠ তো সামনে নজরে আসছে l পরের দিকে তো মূহুর্মূহু বৈকুন্ঠের দৃশ্য দেখতে থাকবে l শুরুতে যেমন অনেক দেখতে l পরের দিকেও তোমাদের অনেক সাক্ষাৎকার হবে l যারা এখানে থাকবে, যারা সাহসের সঙ্গে হাত ধরে থাকবে, তারাই অন্তিম সময় এই সব দেখতে পাবে l বাচ্চারা বলবে - বাবা এ দাসী হবে, এ অমুক হবে l তারপর আফশোষ করবে - আমরা দাসী হয়ে গেলাম l পরিশ্রম না করলে আর কি হাল হবে? তখন অনেক অনুশোচনা করতে হবে l শুরুতে তোমরা অনেক খেলা দেখেছো l গীত আছে না -- তোমরা তা দেখোনি, যা আমরা দেখেছি..... সুতরাং সময় যত কাছে আসতে থাকবে, তখন সব কিছু পরিস্কার করতে হয়ে যেতে থাকবে, তখন আর পড়াশুনা করতে পারবে না l তখন বাবা বলবেন, তোমাদের কত বুঝিয়েছি, তোমরা শ্রীমতে চলোনি তাই এমন হাল হয়েছে, এখন কল্প কল্প এই পদ পেতে থাকবে, তাই বাবা বলেন, নিজের পুরুষার্থ করতে থাকো মাতা - পিতাকে অনুসরণ করো l কেউ তো কুপুত্রও হয়, তাই না l মায়ার বশ হলে খুবই বিচলিত করবে, তখন অনেক বড় সাজা খেতে হবে, পদও ভ্রষ্ট হয়ে যাবে l বাচ্চারা এই সাজারও সাক্ষাৎকার করেছে l দুনিয়াতে হলো আসুরী সঙ্গ আর এখানে হলো ঈশ্বরীয় সঙ্গ l বাবা সব কথা বুঝিয়ে বলেন, তারপর এমন কেউই বলতে পারবে না যে, আমরা জানতাম না? বিনাশের সময় মানুষ অনেক ত্রাহি ত্রাহি করতে থাকবে l তোমরা তখন অনেক সাক্ষাৎকার করতে থাকবে l কারোর পৌষ মাস কারোর সর্বনাশ.... (মিরুয়া মৌত মলুকা শিকার = একদিকে শিকার মরলো, অন্যদিকে শিকারীর লাভ হলো) এইভাবেই তোমরা নৃত্য করতে থাকবে l তোমরা দেখতে থাকবে যে, বিনাশের পরে কিভাবে আমাদের মহল তৈরী হবে l যারা বেঁচে থাকবে তারা সব দেখতে থাকবে l বাবার হয়ে আবার তালাক দিয়ে দিলে থোড়াই দেখতে পাবে l আচ্ছা l

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি, পাঁচ হাজার বছর পরে এসে মিলিত হওয়া বাচ্চাদের প্রতি পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার l

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) সমর্থ বাবার হাত ধরে থাকতে হবে, এক বাবার সাথেই মনকে যুক্ত রাখতে হবে, ভোরবেলা উঠে বাবার স্মরণে বসতে হবে l

২) সঙ্গদোষ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে l কুসঙ্গে এসে কখনো পড়া ছেড়ে দিও না l

বরদানঃ- খুশির ট্যাবলেট বা ইঞ্জেকশনের দ্বারা নিজের ঔষধি নিজেকে প্রদানকারী নলেজ ফুল ভব

ব্রাহ্মণ বাচ্চা নিজের রোগের চিকিৎসা নিজেই করতে পারে। খুশির পথ্য (খোরাক) হলো সেকেন্ডে প্রভাব ফেলে ফেলতে পারা ঔষধি। ডাক্তাররা যেমন পাওয়ারফুল ইঞ্জেকশন লাগিয়ে দেয় তো চেঞ্জ হয়ে যায়, সেই রকমই ব্রাহ্মণও নিজেই নিজেকে খুশির ট্যাবলেট দিয়ে থাকে বা খুশির ইঞ্জেকশন লাগিয়ে দেয় তো অসুস্থতার রূপ বদলে যায়। নলেজের লাইট মাইট শরীরকে ঠিক রাখতে অনেক সাহায্য করে থাকে। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে, এটাও হলো বুদ্ধিকে রেস্ট দেওয়ার উপায় (সাধন) ।

স্লোগানঃ- মনের একাগ্রতার দ্বারা যে সকল সিদ্ধিকে প্রাপ্ত করে নেয়, সে-ই সিদ্ধি স্বরূপ হয়ে থাকে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;